ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 066 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬৬ ● কলকাতা ● ২৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১০ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 225

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুর কথা যে পর্যন্ত শিষ্য সেই অর্থে না নেয়, সে পর্যন্ত গুরু আটকে যান।

তিনি ঐ কথাকেই বার বার সেই পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করবেন, যে পর্যন্ত শিষ্য তাঁর কথা তার বলা অর্থতে গ্রহণ না করে। বয়সের, অভিজ্ঞতার, জ্ঞানের, অনুভূতির স্তর- গুরুর আলাদা হয়, শিষ্যের আলাদা হয়। এইজন্যে স্তরের উপর তো সমানতা নেই-ই। **ক্রমশঃ**

রাষ্ট্রপতিকে আসলে কারা 'অসম্মান' করে, এই ছবিই তার প্রমাণ: ধর্নামঞ্চ থেকে পাল্টা আক্রমণ মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর 'অভিমান' ও প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগ নিয়ে এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাষ্ট্রপতির আসার ব্যবস্থাপনায় তাঁর কোনও হাত ছিল না। পাল্টা প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের দোষ দেবেন না। উদ্যোক্তারাই সব ঠিক করেছেন। আমি এখানে ধর্নায় বসে আছি। মানুষের ভোটের অধিকার রক্ষার এই ধর্না ছেড়ে আমি যাব কী করে?" এই একই কথা শনিবারও বলেছিলেন মমতা।

এদিন মঞ্চ থেকে কেবল মুখেই জবাব দেননি মুখ্যমন্ত্রী, বরং বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিঁধতে একটি পুরনো ছবি তুলে ধরেন তিনি। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীর পাশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বসে আছেন এবং তাঁদের এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই ছবি দেখিয়ে মমতা কটাক্ষ করে বলেন, রাষ্ট্রপতিকে আসলে কারা 'অসম্মান' করে, তা এই ছবিই বলে দিচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, দেশের এক নম্বর নাগরিককে কেন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আর প্রধানমন্ত্রী কেন বসে থাকবেন?

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ

একই সুরে এদিন মথুরাপুরের সভা থেকে সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

পদত্যাগের ৪ দিন পর মুখ খুললেন আনন্দ বোস, 'কারণ' জানিয়ে আরও জল্পনা বাড়িয়ে দিলেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁর হঠাৎ পদত্যাগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কেন ভোটের মুখে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। চার দিন চুপ থাকার পর রবিবার কলকাতায় পা রেখেই সেই মৌনতা ভাঙলেন তিনি। তবে পদত্যাগের প্রকৃত কারণটি এখনই খোলসা না করে রহস্য আরও বাড়িয়ে দিলেন বোস।

'কারণ গোপনীয়, সময় আসুক'

রবিবার সকালে দিল্লি থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সদ্য পদত্যাগী রাজ্যপাল। পদত্যাগের কারণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সি ভি আনন্দ বোস সোজাসাপ্টা উত্তরে বলেন, "কারণটা কনফিডেনশিয়াল, ঠিক সময় এলে বলা হবে।" তাঁর এই রহস্যময় মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি দার্শনিক ঢঙে বলেন, "সব ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে প্রস্থান তো হবেই।"

বাংলার ভোটার হিসেবে গর্বিত

রাজভবন থেকে বিদায় নিলেও বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিঁড়ে যাচ্ছে না বলেই দাবি করেছেন আনন্দ বোস। ক'দিন আগেই তিনি এ রাজ্যের ভোটার হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। এদিনও তিনি স্পষ্ট করেন যে, বাংলার ভোটার হতে পেরে তিনি গর্বিত এবং বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে তিনি কলকাতায় আসবেন। তবে রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। তাঁর কথায়, "আমি আর রাজ্যপাল নেই, তাই এখানকার প্রশাসন নিয়ে কিছু বলব না।"

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্য সংঘাত নিয়ে নীরবতা

শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাম্প্রতিক মন্তব্য বা প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কেও জল ঢালতে চেয়েছেন বোস। রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নিয়ে তিনি বলেন, "রাষ্ট্রপতি খুবই অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর বক্তব্যের উপর কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁর পদত্যাগের নেপথ্যে 'রাজনৈতিক অভিসন্ধি' দেখছেন, তখন সেই প্রসঙ্গেও কোনও পালটা মন্তব্য করেননি প্রাক্তন রাজ্যপাল।

২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বোস। মেয়াদ ছিল ২০২৭-এর নভেম্বর পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ের ২০ মাস আগেই দায়িত্ব ছাড়েন তিনি।

"ভারতীয় উপভোক্তাদের স্বার্থই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায়", বললেন জয়শঙ্কর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

"পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাতের প্রেক্ষিতে ভারতীয় উপভোক্তাদের স্বার্থই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে।" সোমবার রাজ্যসভায় সাফ জানিয়ে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, "এই সঙ্কটের কারণে বিঘ্ন ঘটতে পারে সরবরাহ শৃঙ্খলে।"

জয়শঙ্করের বক্তব্য বিরোধী সাংসদদের স্লোগানের মধ্যেই সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, সম্প্রতী ওই অঞ্চলে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। এতে জ্বালানি সরবরাহ, নৌ-পথ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, সরকার পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব ভারতের অর্থনীতি ও সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর কী হতে পারে, তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, "আমাদের সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি একটি বিবৃতি দিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে।" জয়শঙ্কর এও বলেন, "উত্তেজনা কমাতে আলোচনা ও কূটনীতির পথই অনুসরণ করা উচিত বলে আমরা এখনও বিশ্বাস করি।" মন্ত্রী বলেন, "পশ্চিম এশিয়ার স্থিতিশীলতা বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার এবং ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি বলেন, "পশ্চিম এশিয়াকে অবশ্যই স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ থাকতে হবে।" তিনি জানান, ভারত তার আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর

এরপর ৩ পাতায়

কালীঘাটে পুজো দিয়ে বেরিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের প্রার্থনা—'মা সকলের মঙ্গল করুন', শুনলেন গো ব্যাক স্লোগানও!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ইতিমধ্যেই বাংলায় পৌঁছেছে। সোমবার সকালে বৈঠকের আগে কালীঘাটে পুজো দিতে যান তিনি। তবে মন্দিরে পৌঁছতেই বিক্ষোভকারীরা কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শুরু করেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই পুজো দেন জ্ঞানেশ কুমার এবং বেরিয়ে এসে সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

রবিবার রাতেই রাজ্যে আসে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ মোট ১২ জন আধিকারিক বাংলায় এসেছেন ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে। বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

কালীঘাটে পুজো দিয়ে বেরিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের প্রার্থনা—'মা সকলের মঙ্গল করুন', শুনলেন গো ব্যাক স্লোগানও!

রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

তবে কলকাতায় পা রাখার পর থেকেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় জ্ঞানেশ কুমারকে। ভিআইপি রোড দিয়ে যাওয়ার সময় সিপিআইএমের কর্মী-সমর্থকেরা কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান তোলেন। সোমবার সকালেও কালীঘাট মন্দিরের আশপাশে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায় কিছু মানুষকে। হাজরাতেও একইভাবে বিক্ষোভ চলতে থাকে।

কালীঘাটে পুজো দিয়ে বেরিয়ে জ্ঞানেশ কুমারের প্রার্থনা—'মা সকলের মঙ্গল করুন', শুনলেন গো ব্যাক স্লোগানও!

এই পরিস্থিতির মধ্যেই কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও।

পুজো দিয়ে বেরিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন,

"প্রত্যেক ভাই-বোনকে আমার নমস্কার। কালী মা যেন সকলকে ভালো রাখেন এবং সকলের মঙ্গল করেন।"

বিক্ষোভের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পুজো শেষে তিনি নিউটাউনের একটি হোটেলের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখানে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সূত্রের খবর, সোমবারই তাঁর বেলুড় মঠেও যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে বিক্ষোভকারীদের দাবি, তারা সাধারণ নাগরিক এবং কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ছে এবং এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেই প্রতিবাদেই তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

আজ সারাদিনই নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। সকাল ১০টা নাগাদ নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর দুপুরে ভোটের নিরাপত্তা ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে প্রতিনিধি দলে থাকবেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী ও প্রাক্তন আইপিএস অফিসার রাজীব কুমার।

(২ পাতার পর)

"ভারতীয় উপভোক্তাদের স্বার্থই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায়", বললেন জয়শঙ্কর

রাখছে।

জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার

জয়শঙ্কর বলেন, "ভারতের জাতীয় স্বার্থ—বিশেষ করে জ্বালানি নিরাপত্তা এবং ভারতীয় উপভোক্তাদের কল্যাণ—সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। ওই অঞ্চলে বসবাসকারী ও কর্মরত বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাগরিকের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করাও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।" সংসদে তিনি জানান, ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে প্রায় ৬৭,০০০ ভারতীয় নাগরিক ইতিমধ্যেই দেশে ফিরে এসেছেন। ইরানের অনুরোধে ওই অঞ্চলে তিনটি জাহাজকে ভারতীয় বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে ভারত আইআরআইএস লাভান নামের একটি ইরানি যুদ্ধজাহাজকে কোচি বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দেয়। ১ মার্চ এই অনুমোদন দেওয়া হয়, জাহাজটি বন্দরে পৌঁছয় ৪ মার্চ।

ইরানি নৌ-জাহাজ

এর আগে শনিবার রাইসিনা ডায়ালগে ভাষণ দিতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেছিলেন, "ভারত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানবিকতার খাতিরে, কোনও ভূরাজনৈতিক বিবেচনা থেকে নয়। জাহাজটিতে ১৮৩ জন নাবিক ছিলেন, যাঁদের বেশিরভাগই তরুণ ক্যাডেট, এবং যাত্রাপথে জাহাজটির প্রযুক্তিগত একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল।" এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ৪ মার্চ ভারত মহাসাগরে আর একটি ইরানি নৌ-জাহাজ আইআরআইএস ডেনা ডুবে যায় একটি মার্কিন সাবমেরিনের হামলায়। এতে ৮০ জনেরও বেশি নাবিক নিহত হন। পরে শ্রীলঙ্কা নেভি প্রায় ৩২ জনকে উদ্ধার করে বিপদের সংকেত এই ঘটনাকে দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, জাহাজটি বিপদের সংকেত পাঠিয়েছিল। অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের জন্য ভারত সেখানে আগেই মোতায়েন করেছিল সামুদ্রিক বিভিন্ন সরঞ্জাম, যার মধ্যে ছিল টহলদারি বিমান এবং নৌবাহিনীর জাহাজও। মন্ত্রী বলেন, "লাভান জাহাজটিকে নোঙর করার অনুমতি দেওয়া ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত।" তিনি ফের মনে করিয়ে দেন, "পরিস্থিতির আরও অবনতি রুখতে ভারত সব পক্ষকে সংযম প্রদর্শন এবং কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানিয়ে যাচ্ছে।"

(১ম পাতার পর)

রাষ্ট্রপতিকে আসলে কারা 'অসম্মান' করে, এই ছবিই তার প্রমাণ: ধর্নামঞ্চ থেকে পাল্টা আক্রমণ মমতার

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনিও মথুরাপুরের মঞ্চে ওই একই ছবি দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিকে 'অসম্মান' করার অভিযোগ তোলেন। অভিষেকের দাবি, বিজেপি আসলে আদিবাসী দরদি হওয়ার নাটক করছে, অথচ বাস্তবে আদিবাসী রাষ্ট্রপতির প্রতি ন্যূনতম মর্যাদা দেখাচ্ছে না।

সংঘাতের আবহ

শনিবার শিলিগুড়িতে সাঁওতাল কনফারেন্সে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের কোনও প্রতিনিধি তাঁকে স্বাগত জানাতে আসেননি। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে 'ছোট বোন' সম্বোধন করে জানতে চেয়েছিলেন, মমতাদি কেন তাঁর ওপর রাগ করে আছেন? তারই জবাবে মমতা এদিন বুঝিয়ে দিলেন, ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম কাটার মতো গুরুত্বপূর্ণ 'এসআইআর' ইস্যু ফেলে তিনি প্রোটোকল পালন করতে যেতে পারেননি। তাঁর কথায়, "মানুষ যদি ভোট দিতে না পারে, তাহলে কীসের ভোট?"

বস্তুত, এদিন রবিবাসরীয় দুপুরে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীও রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে চুপ করে থাকেননি। ভরা জনসভা থেকে বলেন, রাষ্ট্রপতিকে অপমান মানে দেশের সংবিধানের অপমান। গণতন্ত্রের মহান পরম্পরার অপমান। দেশের সাঁওতাল জনজাতিদের অপমান। মহিলাদের অপমান। তাঁর কথায়, "একজন আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার এই নোংরা রাজনীতি আর ক্ষমতার অহঙ্কার চুরমার হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনওদিনও তৃণমূলের এই জঘন্য রাজনীতিকে ক্ষমা করবে না।"

এদিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বক্তৃতারই শেষ দিকে তিনি বলেন, "বড়ই উদ্বেগ আর খেদের সঙ্গে একটা ঘটনা আপনাদের জানাতে চাইছি। গোটা দেশকে জানাতে চাইছি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু জি সাঁওতাল-আদিবাসী পরম্পরার অনেক বড় একটি উৎসবে সামিল হতে বাংলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও তাঁর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে তৃণমূল ওই অনুষ্ঠান বহিষ্কার করে এবং রাষ্ট্রপতিকে বহিষ্কার করে"।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "রাষ্ট্রপতি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ। সাঁওতাল ও আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। তৃণমূল যা করেছে তা শুধু দেশের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করা নয়, দেশের সংবিধানকেও অপমান করা হয়েছে"। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "অহঙ্কারে ডুবে থাকা ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হোক, শেষমেশ নষ্ট হয়ে যায়"।

সম্পাদকীয়

দক্ষিণ কলকাতার জলকষ্টে স্বস্তির আশা! ফারতাবাদ জলপ্রকল্প শেষ করতে তৎপর পুরসভা

গরম পড়তে না পড়তে, দক্ষিণ কলকাতায় জল সংকট দূর করতে ফারতাবাদের জল প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। কারণ মহানগরে এর আগেও পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছিল। তবে এই পানীয় জলের সংকট আগের থেকে বেশ অনেকটাই কমেছে। মূলত দক্ষিণ কলকাতা ও ইএম বাইপাস এর কিছু এলাকায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। তাই সেই জলের চাহিদা মেটাতে ঢালাই ব্রিজের কাছে ফারতাবাদ ১০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জল শোধরানাগার তৈরি করছে কলকাতা পুরসভা।

দক্ষিণ কলকাতায় জল সমস্যার সমাধানে পুরসভা এগোচ্ছে ফারতাবাদ জলপ্রকল্প

এই গরমের সময় দুই জল প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চাইছে পুরসভা । যার মধ্যে ফারতাবাদ জল প্রকল্পের কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। পাইপলাইন পাতার কাজ চলছে। মনে করা হচ্ছে মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে ফারতাবাদ জল শোধনাগার থেকে জল সরবরাহ করা যাবে।

তবে ধাপার ২০ এমজি জল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে আধিকারিকরা মনে করছেন। যদিও বর্তমানে গার্ডেনরিচ, পলতা, ধাপা, ওয়াটগঞ্জ, জোড়াবাগান- এই পাঁচ জলশোধনাগার থেকে ৫১৫ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রতিদিন শহরে সরবরাহ করে থাকে পুরসভা।

পাশাপাশি গার্ডেনরিচ থেকে সরবরাহ হয় ২১০ এমজি, পলতায় ২৬২ এমজি, ধাপায় ৩০ এমজি, ওয়াটগঞ্জে ৫ এমজি এবং জোড়াবাগানে ৮ এমজি। গার্ডেনরিচের ময়লা ডিপোতে নতুন একটি জল প্রকল্প হাতে নিয়েছে পুরকর্তৃপক্ষ।

এছাড়াও ৪০ এমজি ক্ষমতাসম্পন্ন জল শোধনাগার করার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, ফারতাবাদ ও ধাপার জল প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বাইপাস ও দক্ষিণ কলকাতার জলের সমস্যা মিটবে।

এছাড়া গার্ডেনরিচ ময়লা ডিপোতে ৪০ এমজি জল প্রকল্প তৈরি করা হবে। এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে ২৫ বছর পরও শহরে জল সংকট থাকবে না।একটা সময় শহরে তীব্র জল সংকট ছিল। তবে এই কাজের ফলে দক্ষিণ কলকাতার বহু অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট অনেকটাই কমেছে বলে দাবি পুরসভার।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

লেখার শুরুতে নিজস্ব কিছু কথা না বললে এই লেখাটি মনে হয় সম্পূর্ণ হবে না। জন্মের পর হইতে বড় হয়ে আমি দেখেছি, আমার বাড়ির লোকেরা শাসনকর্তা ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হোটরের রত্না গ্রামের সরদার পরিবারের যে রাজবাড়িটি, সেই রাজবংশের বংশধর আমরা। ভাগ্যের পরিহাস আজ হয়তো আমরা সেই জায়গাতে নেই, সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে আমার পিতামহ সুন্দরবনের হেদিয়া বসবাস শুরু করেছিল, যা হেদিয়াবাদ মৌজা নামে পরিচিত। বিদ্যাধরী নদী ও আঠারোবাকি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক প্রভাস পাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি। হুগলির চন্ডীতলার মসাট থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক সংবাদপত্র চন্ডীতলা সংবাদের, সম্পাদক প্রভাস পাল আজ প্রয়াত হয়েছেন, মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর, তিনি স্ত্রী দুই কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। তিনি একটানা ৩৫ বছর পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আঞ্চলিক পত্রিকা গুলিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তার উৎসাহ ছিল প্রভূত। তিনি সাংবাদিকতার সাথে ফটোগ্রাফিতে ও মনোনিবেশ করেছিলেন। হুগলি জেলার পুরাকৃতি নিয়ে তার মূল্যবান ছবি জনমানষে প্রভাব ফেলেছিল। পুরা কীর্তি নিয়ে সেই সমস্ত মূল্যবান ছবি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গর হুগলি জেলা সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী হলেও একজন পারদর্শী সংগঠক ছিলেন, তারই সম্পাদনায় মশাটে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল হুগলি মেলা, মেলাটি হুগলি জেলার লোক উৎসব নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তিনি চন্ডীতলার ইতিবৃত্ত নিয়ে বই প্রকাশ করেন যে বইটিতে চন্ডীতলা এলাকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সামাজিক কাজেও তার অকুণ্ঠ সহযোগিতা লক্ষ্য করা গেছে, তিনি মশাটে বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।তার অমায়িক ব্যবহার মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। প্রবীণ এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

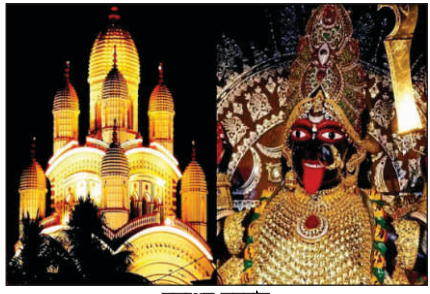

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অবশ্যই শিবকে দেখে জিভ কাটার অনৈতিহাসিক (অনৈতিকও, কারণ প্রকৃতি জগদকারণ, তাঁর কনসর্ট পরিকল্পনা অন্যায্য) কল্পনা বা আগমবাগীশের দেখা জিভ কাটা নারীমূর্তির কিংবদন্তী – এগুলোর তুলনায় অগ্নির জিহ্বা অনেক সুপ্রাচীন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সাধকদের মধ্যে নিরাসক্তির সমস্যা সব পুণ্য আত্মাদের আমার নমস্কার,

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রায় ৮০০ বছর ধরে হিমালয়ের গুরুরা এই সমাজের অধ্যায়ন করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন সমাজে আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য যে উপাসনা পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় সে সব বাইরে থেকে পাওয়া অনুভব আর উপদেশের উপর নির্ভরশীল। জীবনে ভালো কাজ করো, খারাপ কাজ করো না, এরকম এক উপদেশ সব উপাসনা পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের উপদেশ সব সময় বাইরে থেকে দেওয়া হয় এবং এর ফলে জীবনে কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না। এসব দেখে হিমালয়ের গুরুরা আধ্যাত্মিক অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল এমন এক সংস্কারের খোঁজ করেন এবং তার প্রয়োগও করেন। এই *অনুভূতির সংস্কার* কেবল একবার গ্রহণ করলেই পুরো জীবনটা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তাঁরা এই অনুভূতি পেয়েছিলেন কারণ এই সংস্কার সোজা আত্মার উপরই কাজ করে। এই সংস্কারের দ্বারা মানুষ আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করে। আর একবার আত্মা জাগ্রত হয়ে গেলে আপনার নিজের জ্ঞান তো থাকেই- কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়, একবার এই অনুভূতি প্রাপ্ত হবার পর *আত্মসাধনা নিয়মিত* করতে হয়। এতে আত্মার অনুভব বেড়ে যায়। সাধক আত্মাকে যেমন যেমন গুরুত্ব দেয় আত্মা ততটাই শক্তিশালী হতে থাকে। এই সংস্কার গ্রহণ করবার সময় দেহভাব শূন্য হতে হবে। আর সাধককেও নিজে নিজেকে এক আত্মা ভাবতে হবে,আর নিজের গুরুকে পরমাত্মা বলে গ্রহণ করতে হবে। *গুরুকে পরমাত্মা* মানলে সাধকের গুণগ্রাহকতা চরমসীমায় পৌঁছে যায়। আর সাধক অনুভূতির সংস্কার কে পুরো ক্ষমতা দিয়ে গ্রহণ করে।

এই অনুভূতির সংস্কারকে নিয়ে অনেকদিন সাধনা করবার পর সাধকের মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যায়। এই সংস্কার এত বছর হিমালয়ের যোগীদের কাছেই ছিল, পরে তাঁদের মনে হল এই অনুভূতির সংস্কার সমাজের সাধারণ মানুষদেরও পাওয়া উচিত। এই পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এক মাধ্যমের নির্মাণ করা হয়েছিল যে মাধ্যমের উদ্দেশ্যই ছিল এই সংস্কারকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছানো। সেই মাধ্যমকে হিমালয়ে ডেকে নেওয়া হয়েছিল।বছরের পর বছর তাঁর উপরে বিভিন্ন প্রক্রিয়া করা হয়েছিল যাতে সারা বিশ্বে *তাঁর দ্বারা কার্য হতে পারে* আর বিশ্বস্তরের মানুষ শিখতে পারে। যখন এই অবস্থা সেই মাধ্যমের প্রাপ্ত হলো তখন এর * প্রথম প্রয়োগ* হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের গ্রামে করে তাঁদের অনুভবের,পরিবর্তনের অধ্যয়ন করা হয়েছিল। যখন বিভিন্ন প্রকার আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রয়োগ সফলতার সঙ্গে মাধ্যমের মাধ্যমে হতে পারল আর মাধ্যমের শরীর সেটা করতে পারল তখন ধীরে ধীরে তাঁকে সমাজে পাঠানো হলো। আজ এই শরীররূপ মাধ্যমের সমাজে আসা বত্রিশ বছর হয়ে গেল আর এই পবিত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান এর প্রসার কার্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। হিমালয়ে সাধকদের সাধনার জন্য সামূহিকতার দরকার ছিল না কিন্তু সমাজে সাধনার জন্য সামূহিকতার দরকার ছিল, তাই সাধকদের ধ্যানের জন্য সেন্টারের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে -এই কাজ কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

এইভাবে এই কার্য গত ৩২ বছর ধর *বিশ্বস্তরে* ছড়িয়ে পড়েছে। কখনো এক *বৈদ্যুতিক আবিষ্কার* হয় আর এই আবিষ্কার একটা দেশে হয় কিন্তু সমগ্র বিশ্বই এর উপকার পায়, এই ঘটনাটাও ঠিক এরকমই। এর মধ্যে অনেক বছর ধরে সাধনা করতে থাকা ঋষি মুনিদের অবদান রয়েছে যাঁরা নিজের জীবনেকালে নিরন্তর কাজ করে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত একে পৌঁছে দিয়েছেন। এইভাবে আমাদের কাছে ৮০০ বছর পরে পৌঁছেছে। আর এখন এই পবিত্র অনুভূতির সংস্কার আমাদেরও *পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে*। আমার জীবন কালে আমার সঙ্গে যাঁর জুড়ে ছিলেন তাঁরা মোটামুটি আমারই বয়সী, আমার এখন বয়স ৭৩ বছর হয়ে গেছে, তাঁরাও আমার বয়সেরই আশেপাশের হবেন। তাই তাঁদের *নিজের সাধনার উপরেই মনোযোগ দিতে হবে।* আর কিছু করবার ইচ্ছে যদি থাকেই তাহলে প্রচারকার্য করতে হবে। প্রত্যেক সাধকের কমপক্ষে ১০ জনকে এই অনুভূতির সংস্কার প্রদান করতে হবে। তাহলেই সেই সাধক অনুভূতি সংস্কারের *জ্ঞান থেকে মুক্ত* হতে পারবে ।মোক্ষ এমন এক অবস্থার নাম যখন সাধক সব বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই আত্মজ্ঞান থেকেও

মুক্ত হতে হবে। আপনার মনে হবে আমি তো প্রচার করেই চলেছি, বাস্তবে আমিও সেই আত্মজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে চলেছি। এখন আমাদের জীবনের একটাই উদ্দেশ্য যে এই আত্ম জ্ঞানের অনুভূতির সংস্কার পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।

শ্রী গুরু শক্তির ধামের নানা জায়গায় স্থাপনা করবার এই একটাই উদ্দেশ্য । গুরু শক্তিধামে যে মঙ্গলমূর্তির স্থাপনা করা হয়েছে তার মধ্যে ৪৫ দিনের এক পবিত্র অনুষ্ঠান করে এই আত্ম অনুভূতির সংস্কার কে একটা সংকল্পের সাথে স্থাপিত করা হয়েছে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম ৮০০ বছর পর্যন্ত এই মঙ্গলমূর্তিগুলির মাধ্যমে সেই আত্মজ্ঞনের অনুভূতি পেতে পারে। এটা হলো *আগামী ৮০০ বছরে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত আত্মজ্ঞানের অনুভূতি পৌঁছানোর একটা প্রয়াস*। আমাদের মত সবাই পুণ্য আত্মা নয় যাঁরা এই জীবনকালে জন্ম নিতে পেরেছে আর এই আত্মজ্ঞানের অনুভূতির সংস্কার গ্রহণ করতে পেরেছেন। এই মূর্তিগুলো তো আত্মজ্ঞানের বিশাল ভান্ডার। যা এই সময় বাইরে পাওয়া যাবে না, সেই জ্ঞানও এর মধ্যে ভরে আছে, যে জ্ঞান এখন পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। এই জ্ঞান নেবে এমন আত্মারা ভবিষ্যতে আসবেই। এই মঙ্গলমূর্তিগুলো শুধু ভগবানই নয় তাঁরা গুরুর তত্ত্বের জীবন্ত মাধ্যম। তাঁর দর্শন করা ও তাঁর কাছে চাইবার জন্য যাওয়া উচিত

এরপর ৬ পাতায়

যুদ্ধ চলবে আর কত দিন? মুখ খুললেন ট্রাম্প

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দশম দিনে পড়ল আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ। আর কত দিন চলবে পশ্চিম এশিয়ায় এই যুদ্ধ পরিস্থিতি? তা নিয়ে উদ্বেগের মাঝে ফের মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

টাইমস অব ইসরায়েলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কখন থামাবেন, সে বিষয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করে যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। ট্রাম্প কি একক ভাবেই যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, না কি নেতানিয়াহুর মতামতও শোনা হবে? তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাকে।

জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমি মনে করি, এটি কিছুটা হলেও যৌথ সিদ্ধান্ত হবে। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। আমি সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেব। তবে সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

ট্রাম্প আরও দাবি করেন, তিনি এবং নেতানিয়াহু না-থাকলে ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দিত ইরান। তিনি বলেন, "ইসরায়েল এবং তার আশপাশের সব কিছু ধ্বংস করতে যাচ্ছিল ইরান। আমরা (ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু) একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা এমন একটি দেশকে ধ্বংস করছি যারা ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।"

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা এবং ইসরায়েল যৌথভাবেই হামলা চালায় ইরানে। সেখান থেকেই সংঘর্ষের সূত্রপাত। ওই হামলাতেই নিহত হন আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই। তার পরে গোটা পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ। ওই অঞ্চলে আমেরিকার বন্ধুদেশগুলির উপর হামলা শুরু করে ইরান। পশ্চিম এশিয়ার এই অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন দেশ। সংঘর্ষের পথ ছেড়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করার প্রস্তাব দিতে শুরু করেছে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ।

এ অবস্থায় ট্রাম্পের দাবি, যুদ্ধ কবে থামানো হবে তা নিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত দিন চলবে, তা নিয়ে আগেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার দু'দিন পরেই ট্রাম্প দাবি করেন, চার সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে এই সংঘর্ষ চলতে পারে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চার বা পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত চালাতে হতে পারে। প্রয়োজনে আমেরিকা আরও দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।"

ঘটনাচক্রে, সোমবারই খামেনেইয়ের উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করেছে ইরান। সে দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে খামেনেই-পুত্র মোজতবা খামেনেইকে। তার নাম ঘোষণার আগেই তেহরানকে একপ্রস্ত হুঁশিয়ারি দেয়ে রেখেছেন ট্রাম্প।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, হোয়াইট হাউস না-চাইলে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা বেশি দিন টিকতে পারবেন না।

(৫ পাতার পর)

সাধকদের মধ্যে নিরাসক্তির সমস্যা সব পুণ্য আত্মাদের আমার নমস্কার,

নয়। কেবল আর কেবল তাঁর সান্নিধ্যে ধ্যান করতে হবে। দেখুন আমরা ভগবানের মূর্তির সামনে চাই। চাইবার জন্য আমরা ভগবান আলাদা আলাদা বলে মানি, আর চাই। শ্রী মঙ্গলমূর্তি সামনে তা হয় না। মঙ্গলমূর্তির মধ্যে এই জ্ঞান ভরে আছে যে ভগবান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছেন । আমাদের ভিতরেই ভগবান আছেন কিন্তু আমরা অন্তর্মুখী হইনা তাই আমাদের এর অনুভব হয় না । যে মুহূর্তে এই অনুভব হবে সেই মুহূর্তে আমাদের এই সন্তোষ পাওয়া হয়ে যাবে যে *পরমাত্মা আমারই ভিতরে আছেন*।

এটা ঠিক এরকমই ঘটনা, আমরা নিজের চেহারা এ জীবনে নিজে দেখতেই পাই না।

তখন আমরা *নিজের চেহারা* দেখবার জন্য আয়নার আশ্রয় নিই। ঠিক এরকমই ঘটনা মঙ্গল মূর্তিকে দর্শন করার পর হয় ।এই ঘটনা তখনই ঘটবে যখন আপনার চিত্ত কেবলমাত্র মঙ্গলমূর্তি উর্জার উপরে থাকবে।যদি দর্শনের সময় আপনার চিত্ত আপনার সমস্যার উপরে থাকে, তাহলে সেই ঘটনা ঘটতেই পারবে না। আপনার সমস্যা আছে এর সোজা অর্থ হলো আপনার উর্জা আপনার নিজের সমস্যাকে দূর করার ক্ষেত্রে কম হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনার *একস্ট্রা উর্জার আবশ্যকতা হয়*। এই উর্জা আপনার তখনই পাওয়া সম্ভব হবে যখন আপনার চিত্ত উর্জার উপরে থাকবে। সেজন্য এটা হল সেই জায়গা যেখানে আপনি আপনার উর্জাকে বাড়াতে পারবেন। যখন আপনারই উর্জা পর্যাপ্ত হয়ে যাবে তখন আপনার জীবনের সমস্ত সমস্যাই দূর হবে। এজন্য এখানে কিছু চাইবেন না কেবল সেই উর্জাকে গ্রহণ করুন। যেভাবে হিমালয়ের গুরুরা এই আত্মার অনুভূতির সংস্কার পেয়ে *৮০০ বছর পর্যন্ত সেটা সামলে রেখেছেন*। ঠিক সেরকম এই প্রয়াস। শ্রী গুরু শক্তিধামের নির্মাণ কার্য করে বিশ্বস্তরে যে পরবর্তী প্রজন্ম আসতে চলেছে

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

স্বর্ণ পাচার কাণ্ডে অভিনেত্রী রান্যা রাওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের কর্নাটক রাজ্যে বহুল আলোচিত শত কোটি রুপির স্বর্ণ পাচার মামলায় কন্নড় চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী রান্যা রাওয়ের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।

প্রয়োগকারী অধিদপ্তর সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর বিশেষ অর্থপাচার প্রতিরোধ আইনের আদালতে এ অভিযোগপত্র জমা দেয়। অভিযোগপত্র দাখিলের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, গত এক বছরে একটি সুসংগঠিত চক্রের মাধ্যমে ১২৭ কিলোগ্রামের বেশি স্বর্ণ ভারতে পাচার করা হয়েছে। এ স্বর্ণ দুবাই থেকে বেঙ্গালুরু হয়ে দেশে আনা হতো এবং পরে স্থানীয় বাজারে নির্দিষ্ট দালাল ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রি করা হতো।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল পরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত। অভিযোগপত্রে রান্যা রাও ছাড়াও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত তরুণ কোন্ডুরু এবং বেল্লারি এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী সাহিল সাকারিয়া জৈনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তদন্তকারী সংস্থার ভাষ্য অনুযায়ী, পাচার হওয়া স্বর্ণ নগদ টাকার মাধ্যমে বিক্রি করা হতো এবং সেই অর্থ দেশের ভিতরে ও বাইরে হাওলা চ্যানেলের মাধ্যমে সমন্বয় করা হতো।

৩৩ বছর বয়সি রান্যা রাও কর্নাটকের এক জ্যেষ্ঠ আইপিএস কর্মকর্তার সৎ কন্যা। গত বছর বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে তাকে স্বর্ণ পাচারের সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায়, তিনি দুবাই থেকে ফিরছিলেন। তার গতিবিধি নজরদারিতে ছিল, কারণ মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে এটি ছিল তার চতুর্থ দুবাই সফর। সন্দেহ হওয়ায় শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তল্লাশি চালিয়ে ১৪ দশমিক ২ কিলোগ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করেন। এর কিছু অংশ তিনি শরীরে অলঙ্কার হিসেবে পরেছিলেন এবং বাকি অংশ পোশাকের ভিতরে লুকিয়ে রাখা ছিল। বিমানবন্দরের বেরোনোর দরজার কাছাকাছি পৌঁছানোর পরই তাকে আটক করা হয়। এরপর তদন্তকারীরা তার বাসভবনে তল্লাশি চালান। সেখান থেকে ২ কোটি ৬ লাখ রুপির স্বর্ণালঙ্কার এবং ২ কোটি ৬৭ লাখ রুপির ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করা হয়।

তদন্তকারীদের দাবি, তিনি প্রতিটি কিলোগ্রাম স্বর্ণ পাচারের জন্য আনুমানিক ৪ থেকে ৫ লাখ রুপি কমিশন পেতেন। এ কমিশনের অর্থ নগদে লেনদেন হতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

অর্থপাচার প্রতিরোধ আইনের অধীনে দাখিল করা অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, পাচারের অর্থের উৎস, লেনদেনের ধরণ এবং চক্রের কাঠামো বিশদভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে যে এটি ছিল একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক, যেখানে বিদেশ থেকে স্বর্ণ আনা, দেশে বিক্রি এবং অর্থ স্থানান্তরের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল। এর আগে রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর এ মামলায় রান্যা রাওয়ের বিরুদ্ধে ১০২ কোটি রুপি জরিমানা ধার্য করে। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োগকারী অধিদপ্তর আর্থিক লেনদেনের দিকটি তদন্ত শুরু করে। সেই তদন্তের ফলেই বেঙ্গালুরুর বিশেষ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।

বর্তমানে রান্যা রাও বেঙ্গালুরু কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রয়েছেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিচার প্রক্রিয়া চলবে। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, এ চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় স্বর্ণ পাচার একটি বড় চক্র হিসেবে বহু বছর ধরেই আলোচিত। দুবাই থেকে ভারত হয়ে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণ পাচারের অভিযোগ নতুন নয়। এ মামলায় চলচ্চিত্র জগতের এক পরিচিত মুখের নাম জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি আরও বেশি আলোচনায় এসেছে।

অভিযোগপত্র কবে দাখিল করা হয়েছে তা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে যে সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর বিশেষ অর্থপাচার প্রতিরোধ আদালতে এটি জমা পড়েছে। আদালত নথি গ্রহণ করে পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করবে। এখন নজর আদালতের কার্যক্রমের দিকে। ১০২ কোটি রুপির স্বর্ণ পাচার মামলায় অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে তদন্ত নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল। বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হবে কি না, তা সময়ই বলবে। আপাতত অভিযুক্তরা আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছেন।

মা হিসেবে ক্যাটরিনাকে প্রশংসায় ভাসালেন ভিকি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের আলোচিত তারকা দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। গত বছরের নভেম্বরে প্রথমবারের মতো তাদের ঘর আলো করে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তার পর থেকেই ছেলেকে নিয়ে যত ব্যস্ততা দুজনের।

সম্প্রতি বাবা-মা হিসেবে নিজের ও ক্যাটরিনার অভিজ্ঞতা কেমন তা নিয়ে মুখ খুলেছেন ভিকি কৌশল। 'ছাওয়া'খ্যাত এই অভিনেতা মা হিসেবে ক্যাটরিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এক অনুষ্ঠানে সম্প্রতি নেহা ধুপিয়ার সঙ্গে আলাপকালে ভিকি বলেন, 'মা হিসেবে ক্যাটরিনা একজন সুপারহিরো।'

তিনি আরও বলেন, 'ছেলের বয়স তো মাত্র তিন মাস। এই সময়ে বাবার করার মতো খুব বেশি কাজ থাকে না। তবে আমি ক্যাট আর বিহানের জন্য সবসময় চিয়ারলিডার হয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করছি।'

ছেলের দেখভালের দায়িত্ব নিতে তর সইছে জানিয়ে অভিনেতার ভাষ্য, 'আমি অপেক্ষা করছি কবে বিহান আরেকটু বড় হবে। তখন ক্যাটরিনার পাশাপাশি ওর দেখভালের দায়িত্ব আমিও পুরোপুরি নিতে পারব।'

এছাড়া অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্ত্রী ক্যাটরিনা কাইফের সংগ্রামের কথা স্মরণ করে তাকে একজন প্রকৃত যোদ্ধা বলে আখ্যায়িত করেন ভিকি। এজন্য স্ত্রীকে নিয়ে তার গর্বের কথাও প্রকাশ করেন তিনি। তার কথাতেই স্পষ্ট, জীবনের এই নতুন অধ্যায় বেশ উপভোগ করছেন ক্যাট ও ভিকি।

জন্মদিনে হীরার কেক কাটলেন উর্বশী, যা জানা গেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা মানেই রাজকীয় জীবনযাপন আর চোখধাঁধানো বিলাসিতা। ২৫ ফেব্রুয়ারি নিজের ৩২তম জন্মদিনে সেই ধারা বজায় রেখে আবারও আলোচনায় এলেন অভিনেত্রী। কোটি টাকার অলংকার আর পোশাকের পর এবার নিজের জন্মদিনের কেক দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তার ভক্ত-অনুরাগী থেকে শুরু করে নেটিজেনদের হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিলেন উর্বশী রাউতেলা।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, অভিনেত্রীর জন্মদিনের জন্য তৈরি বিশেষ সাততলার এ কেকটিতে খচিত ছিল আসল হীরা, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৬ কোটি রুপি। কালো রঙের এই বিশালাকার কেকটিতে সোনালি কারুকাজের পাশাপাশি প্রতিটি স্তরের মাঝে বড় বড় হীরা বসানো ছিল, যা দেখে তাজ্জব বনে গেছেন তার ভক্ত-অনুরাগীরা।

বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য উর্বশীর খ্যাতি নতুন নয়। গত বছর ১২ কোটি রুপির রোলস রয়েস কুলিনান এবং ৫ কোটি রুপির মার্সিডিজ জি-ওয়াগন কিনে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন অভিনেত্রী। তবে এবারের জন্মদিনে কেবল বিলাসিতাই নয়, তার মানবিক রূপটিও ফুটে উঠেছে।

নিজের বিশেষ এই দিনটিতে তিনি বাগেশ্বর ধামে ২৫১ জন দুস্থ মেয়ের গণবিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উর্বশী নিজে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নববধূদের আশীর্বাদ করেন এবং আর্থিক ও বস্তুগত সহায়তা প্রদান করেন। আর্থিক অনটনের মুখে পড়া পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছেন, ঠিক তেমনই দিনটিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন।

কাজের ক্ষেত্রেও উর্বশীর সময়টা বেশ ভালো যাচ্ছে। গত বছর নন্দামুরি বালকৃষ্ণের সঙ্গে তেলেগু ছবি 'ডাকু মহারাজ'-এ অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। বিশেষ করে ছবির গান 'দাবিদি দিবিদি'-তে তার নাচ দর্শকদের নজর কেড়েছে। এ ছাড়া হিন্দি ক্রাইম ড্রামা 'ঘুষপৈঠিয়া' এবং কানের মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

উল্লেখ্য, এ মুহূর্তে উর্বশীর ঝুলিতে রয়েছে একাধিক বড় প্রজেক্ট। কমল হাসানের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান থ্রি', অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'ওয়েলকাম থ্রি' ছাড়াও পারভীন ববির বায়োপিকে নামভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে তাকে। বিলাসিতা আর কাজের ব্যস্ততার মিশেলে উর্বশী এখন বলিউডের অন্যতম চর্চিত নাম।

বড় দুঃসংবাদ পেল বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে এসে বড় হোঁচট খেল বার্সেলোনা। মাঝমাঠের নিয়মিত সদস্য পেদ্রি ফেরার পর এবার আরেক মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং চোটে পড়লেন। বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিক যখন প্রায় সম্পূর্ণ খেলোয়াড় দলে পেয়ে ব্যস্ত সূচি সামাল দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই চোটে পড়লেন ডাচ মিডফিল্ডার।

অনুশীলনের সময় অস্বস্তি অনুভব করেন ডি ইয়ং। যদিও বার্সেলোনা এখনো আনুষ্ঠানিক মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশ করেনি, তবে প্রাথমিক তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে, তারকা এই মিডফিল্ডারকে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্ট এবং মার্কার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ডি ইয়ংয়ের সম্ভবত পেশীর কোনো অংশ ছিঁড়ে গেছে। তেমনটা হলে বার্সার মিডফিল্ডার অন্তত তিন থেকে চার সপ্তাহের জন্য ছিটকে যেতে পারেন।

মৌসুমের এই পর্যায়ে এসে ডি ইয়ংয়ের চোট বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাড়াতে পারে বার্সেলোনার। ঘরোয়া লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগে গুরুত্বপূর্ণ সূচি অপেক্ষা করছে কাতালান ক্লাবটির সামনে। এমন সময়ে ডি ইয়ংয়ের অনুপস্থিতি মাঝমাঠের কৌশলগত সমস্যা সমাধানে মনোযোগ দিতে হবে।

তিন থেকে চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকায় ডি ইয়ং বার্সার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ম্যাচ মিস করতে পারেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অন্তত সাতটি ম্যাচে তাকে ছাড়া মাঠে নামতে হবে বার্সার। যার মধ্যে রয়েছে ঘরের মাঠে কোপা ডেল রে'র সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচটি। এছাড়া, চ্যাম্পিয়নস লিগের দুই লেগের একটিতেও তাকে পাবে না ফ্লিক। আর এই সময়ের মধ্যে লা লিগায়, ভিয়ারিয়াল, অ্যাথলেটিক বিলবাও, সেভিয়া এবং রায়ো ভায়েকানো-এর মতো দলের মুখোমুখি হবে বার্সা।

এছাড়া মার্চের শেষ দিকে নেদারল্যান্ডের দুটি প্রীতি ম্যাচেও হয়তো খেলবেন না ডি ইয়ং। তার পূর্ণবাসন নিয়ে বেশ সতর্ক মেডিকেল টিম। এই মিডফিল্ডারকে তাড়াহুড়ো করে খেলানো হলে আবার চোটে পড়ে পুরো মৌসুমই শেষ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে তার পূর্বের চোট বিবেচনায় রেখে ক্লাব এমন ঝুঁকি নিতে চায় না।

স্প্যানিশ ক্লাবের মালিকানা কিনলেন রোনালদো

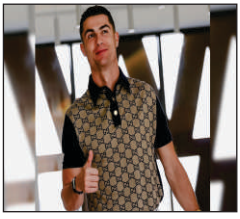

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পর্তুগাল মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো মাঠের বাইরে নতুন দিক থেকে ফুটবল জগতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগ লিগা হাইপারমোশনে থাকা ইউডি আলমেরিয়া ক্লাবের ২৫ শতাংশ শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন। আলমেরিয়া বর্তমানে লিগের তৃতীয় স্থানে রয়েছে এবং শীর্ষ দলের থেকে মাত্র দুই পয়েন্ট পিছিয়ে আছে, ১৫টি ম্যাচ বাকি রয়েছে।

রোনালদো এই চুক্তি করেছেন নিজের নতুন প্রতিষ্ঠান সিআরসেভেন স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে, যা তার কোম্পানি সিআরসেভেন এসএএর একটি শাখা। আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটিকে 'কৌশলগত বিনিয়োগ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও আর্থিক অঙ্ক প্রকাশ করা হয়নি, এই পদক্ষেপ রোনালদোর দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রোনালদো বলেন, 'মাঠের বাইরে থেকেও ফুটবলে অবদান রাখার ইচ্ছা আমার দীর্ঘদিনের। ইউডি আলমেরিয়া একটি শক্ত ভিত্তিসম্পন্ন ক্লাব, যার স্পষ্ট উন্নয়ন সম্ভাবনা রয়েছে। আমি ক্লাবের নতুন বিকাশপর্বে নেতৃত্বদানকারী দলের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।'

বর্তমানে রোনালদো সৌদি ক্লাব আল নাসরে খেলে শিরোপা লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এক বছর আগে আন্দালুসিয়ান এই ক্লাবটি সৌদি বিনিয়োগ গোষ্ঠী অধিগ্রহণ করেছিল। ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আল-খেরেইজি রোনালদোর অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'তিনি মাঠে যেমন সেরা, তেমনি স্প্যানিশ লিগ সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে।'

রোনালদো ও আল-খেরেইজির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে; ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার পর তার আল-নাসরে যোগদানের পেছনে আল-খেরেইজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দুবাই গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে রোনালদো প্রকাশ করেছিলেন, ভবিষ্যতে কোনো ক্লাবের মালিক হলে তিনি কাঠামোগত সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন।

চারদিকে ভীষণ কষ্ট: সাঙ্গাকারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুপার এইটে টানা দুই ম্যাচ হেরে সেমিফাইনাল স্বপ্ন শেষ শ্রীলঙ্কার। ২০২৬ বিশ্বকাপের সহ-আয়োজকদের শনিবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি কেবল নিয়মরক্ষার। এ নিয়ে টানা পাঁচ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠা হয়নি লঙ্কানদের।

সুপার এইটে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে দুই উইকেটে হারায় ইংল্যান্ড। তাদের দ্বিতীয় হার নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে। কিউইদের বিপক্ষে হারের পরই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়া নিশ্চিত হয়ে পড়ে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের।

নিউজিল্যান্ডের কাছে বাজে হারের পর সামাজিকমাধ্যম এক্সে নিজের অনুভূতি তুলে ধরেন দলটির সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটার কুমার সাঙ্গাকারা। তার মতে, একই ধারার চললে ভালো ফল আশা করা বোকামি।

সাঙ্গাকারা বলেন, "চারদিকে ভীষণ কষ্ট। সমর্থকরা বিধ্বস্ত, হতাশ, ক্ষুব্ধ। ক্রিকেটাররাও অনেক কষ্ট পাচ্ছে। এমন একটা ড্রেসিং রুমে আমিও ছিলাম। এটা সহজ নয়।"

হারের কষ্ট কঠিন হলেও, দেশের জার্সি গায়ে জড়ানো সম্মান বলে মনে করেন লঙ্কানদের ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক সাঙ্গাকারা।

তিনি বলেন, "দেশ ও দেশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা যেমন বোঝা, তেমন বিশাল সম্মানেরও। সঠিক পথে ফেরার জন্য সব স্তরেই অনেক কাজ করতে হবে। বারবার একই কাজ করে আমরা ভিন্ন ফল আশা করতে পারি না, যেখানে আমাদের চারপাশের ক্রিকেট বিশ্ব খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। আমরা এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি, আর এতে আমরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে আছি।"

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR